নাজমুল হুদার বার্ষিক আয় ৪ লাখ ৭৩ হাজার টাকা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াতের প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা। তিনি জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৭৩ হাজার ৫শ টাকা, যা তিনি ব্যবসা থেকে আয় করেন। তাঁর কৃষি ও অকৃষি জমি, পুকুর, বসতবাড়ি ও ব্যবসা মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া নাজমুল হুদার হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ও অর্জিত ৩৩ শতাংশ জমি, ৫ শতাংশ পুকুর, দ্বিতল বাড়ি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাবপত্র রয়েছে। তাঁর হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৬ লাখ ৪ হাজার ৩১০ টাকা, যা তিনি ব্যবসা ও নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৩ হাজার টাকা।

তাঁর স্ত্রী মোছাঃ হাফিজা খাতুন একজন গৃহিণী। স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১০ তোলা স্বর্ণ ও নগদ ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা রয়েছে।
নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৭টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় খালাস, একটি অব্যাহতি এবং একটি প্রত্যাহার হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায়

দোয়া ও আলোচনা সভা

কোটচাঁদপুরে উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আয়োজনে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে পিজন ক্লাবে এ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা করা হয়।

কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক মেয়র এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক।

প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মেহেদী হাসান রনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আবু বকর বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন আর রশিদ, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একরামুল হক, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন।

সভা শেষে দোয়া অনুষ্ঠান ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন, কোটচাঁদপুর ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মহতামিম মাওলানা নুরুন্নবী আশিকী।

গাংনীতে এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ রবিউল ইসলাম।

সভায় উপস্থি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক এবং সাবেক পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা যুগ্ম সমন্বয়ক সবুজ রানা, জেলা সদস্য আমীর হামজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে উভয় পক্ষই গণতন্ত্র, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক রাজনীতির জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত এ দোয়া মোনাজাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

দোয়া মোনাজাতে বক্তারা মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবদান স্মরণ করেন এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে দেশ ও জাতির কল্যাণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং শান্তি-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দর্শনায় দোয়া মাহফিল

দর্শনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের আয়োজনে সোমবার দুপুরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে এ মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ আশাদুল মোল্লার সভাপতিত্বে এবং মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক সাবু তরফদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, শরিফুল ইসলাম শরীফ,

ইকবাল হোসেন, মালেক মণ্ডল প্রমুখ। এ সময় সেখানে দর্শনা পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, গণতন্ত্র হত্যা করে কেউ টিকে থাকতে পারে না। দেশ আজ চরম দুঃশাসন, ভোট ডাকাতি ও দমন-পীড়নের শিকার। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা, দেশ ও জাতির মুক্তি এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন দর্শনা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ওসমান হোসেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত রবিবার বিকেল সাড়ে ৪ টায় বারাদী ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আরজুল্লাহ রহমান বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র সহঃ সভাপতি মাহফুজুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সহঃ সভাপতি আঃ হামিদ মোল্লা (লিপন), ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সভাপতি সোহাগ আলী।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুর রহমান বিট্টু। আরও উপস্হিত ছিলেন, বারাদী ইউনিয়ন কৃষক দলের সাবেক সভাপতি আব্দুল মান্নাফ আলী, ইউনিয়ন যুবদলের যোগাযোগ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম। দোয়া পরিচালনা করেন, মাওলানা মুফতি আমিনুর রহমান।

দামুড়হুদায় শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকাল ৫টায় জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং উপজেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আয়োজনে ডুগডুগি বাজারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩১ সদস্যবিশিষ্ট দামুড়হুদা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত এই কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে তরিফুল ইসলাম রানা এবং সদস্য সচিব হিসেবে সাইফুল ইসলাম মাস্টার মনোনীত হন।

অনুষ্ঠানে জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের যুগ্ম আহ্বায়ক আসাদুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান সুজন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব খন্দকার হারুন অর রশিদ সুমন, জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক শাফায়াত হোসেন উজ্জ্বল, বিপ্লব হোসেন, জীবননগর উপজেল শাখার আহ্বায়ক বশির উন নাজির, সদস্য সচিব হাসান ইমানসহ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ ১৯৮২ সালে এরশাদ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময় যখন ব্যানার নিয়ে আন্দোলন করা কঠিন ছিল, তখন এই সংগঠন শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের ব্যানারে রাজপথে মিছিল, সভা ও সমাবেশ করেছে এবং এরশাদ সরকারের পতনে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন পায়।

বক্তারা আরও বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর পক্ষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করতে হবে। সভা শেষে

শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের আহ্বায়ক আব্দুল হাই মিয়া ও ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব খন্দকার হারুন অর রশিদ সুমনের স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে দামুড়হুদা উপজেলা আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন প্রদান করা হয়।

অনুমোদিত কমিটির সদস্যরা হলেন আহ্বায়ক: তরিফুল ইসলাম রানা, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক: মাহাবুব হাসান তিতাস, যুগ্ম আহ্বায়ক: আলামিন হক টরিক, মাহাবুব আলম, আরাফাত মল্লিক, নুহু মণ্ডল, সাইফুল ইসলাম, সহিদুল হক, জামাল উদ্দিন, আজগার আলী, এনামুল হক, উমর আলী, সদস্য সচিব: সাইফুল ইসলাম মাস্টারসহ মোট ৩১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুজ্জামান সুজন। উল্লেখ্য, শহীদ জিয়া স্মৃতি সংসদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর একটি সহযোগী সংগঠন।

তাজউদ্দিন খানের বার্ষিক আয় ৪ লাখ ৩৭ হাজার টাকা স্থাবর ১ কোটি টাকা, অস্থাবর ২২ লাখ ২১ হাজার টাকা

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনের জামায়াত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মোঃ তাজউদ্দিন খান। তাঁর বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৩৭ হাজার ৯২৩ টাকা। এর মধ্যে চাকরি থেকে ২ লাখ ৩৭ হাজার ৯২৩ টাকা এবং ব্যবসা থেকে আয় করেন ২ লাখ টাকা।

তাঁর বাড়ি ও কৃষিজমি মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে

তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া তাজউদ্দিন খাঁনের হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁর অর্জিত ১ একর ১৭ শতাংশ কৃষিজমি, ৭ শতক বাড়ি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাবপত্র রয়েছে।

তাঁর হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২২ লাখ ২১ হাজার ২৪৪ টাকা, যা তিনি চাকরি ও নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৩ হাজার টাকা।

তাঁর স্ত্রী মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন একজন গৃহিণী। স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১০ তোলা স্বর্ণ রয়েছে।

মোঃ তাজউদ্দিন খাঁনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ১৫টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি মামলায় খালাস এবং একটি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

আসাদুজ্জামানের বার্ষিক আয় ৯৪

লাখ ৮০ হাজার টাকা | ঢাকার

উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট

ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপি মনোনিত ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছেন সদ্য সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। তার ঢাকার উত্তরা, ধানমন্ডি ও সাভারে প্লট, ফ্ল্যাট ও জমি রয়েছে। তবে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার কোনো ঋণ নেই। নেই কানো মামলা। নির্বাচনি হলফনামায় এসব তথ্য দিয়েছেন অ্যাড. মো. আসাদুজ্জামান।

হলফনামায় আসাদুজ্জামান উল্লেখ করেছেন, তার বার্ষিক আয় ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা। এর মধ্যে বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক স্থান

ও স্থাবর সম্পত্তির ভাড়া বাবদ বছরে ১১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা আয় দেখিয়েছেন। এছাড়া ব্যবসা থেকে ৭৩ লাখ ৩০ হাজার, শেয়ার, বন্ড,সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক আমানত থেকে এক লাখ ৬৭ হাজার ২০১ টাকা ও পেশাগত আয় ৮ লাখ ৪০ হাজার ৩৮৬ টাকা।

স্ত্রীর শেয়ার বন্ড ব্যাংক আমানত,সঞ্চয়পত্র থেকে ১৭ হাজার ৮০১ টাকা এবং পেশাগত (শিক্ষকতা) থেকে বছরে আয় পাঁচ লাখ ৬ হাজার ১৫৯ টাকা দেখানো হয়েছে।

অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে আসাদুজ্জামানের কাছে নগদ ১৫ লাখ ৯ হাজার ৫৮২ টাকা রয়েছে। এছাড়া ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তার নিজ নামে গচ্ছিত রয়েছে এক কোটি ৩২ লাখ ৮৯ হাজার ৭৮৬ টাকা। বন্ড, শেয়ার কেনা আছে ৫২০০ টাকার এবং ফিক্সড ডিপোজিট প্রায় ৩০ লাখ টাকার হিসাব দেখানো হয়েছে।

হলফনামায় নিজের ২০ ভরি সোনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, এছাড়া সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেল ইলেকট্রনিক পণ্যের মূল্য ছয় লাখ টাকা, আসবাবপত্রের মূল্য চার লাখ টাকা এবং স্ত্রীর নামে ফিক্সড ডিপোজিট দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ টাকা।

অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামানের অর্জনকালীন অস্থাবর সম্পদের আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে দুই কোটি ১০ লাখ ৪ হাজার ৫৬৮ টাকা। যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য পাঁচ কোটি টাকা। একইভাবে স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৫১ লাখ ১৫ হাজার ৯৪১ টাকা, যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য একই দেখানো হয়েছে।

স্থাবর সম্পদ হিসেবে আসাদুজ্জামানের ঢাকার সাভারের বড় বরদেশী মৌজায় ৪৬২ শতাংশ জমি রয়েছে। যার মূল্য এক কোটি ৯ লাখ ৭১ হাজার ৬০০ টাকা। ঝিনাইদহের শৈলকূপায় পৈতৃক সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সম্পত্তি এখনো দখল বা সীমানা বুঝে পাননি বলে জানিয়েছেন তিনি।

এছাড়া ঢাকার উত্তরায় ৬ কাঠা জমিতে পাঁচ তলাবিশিষ্ট ভবন, একই এলাকায় ৫ কাঠা প্লটের ছয় তলাবিশিষ্ট ভবনের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে সাবেক এই অ্যাটর্নি জেনারেলের। যার মূল্য আট কোটি ১৫ লাখ ১১ হাজার ৬৪৮ টাকা। ধানমন্ডিতে দুটি ফ্ল্যাটের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে তার। যার আনুমানিক মূল্য ৫৭ লাখ ৯৮ হাজার ৬৭ টাকা দেখানো হয়েছে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ১১৪, মাটিকাটা এলাকায় তার স্ত্রীর নামে রয়েছে ১.৮০ শতাংশ জমি। যা তার স্ত্রী পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

এসব স্থাবর অস্থাবর সম্পদের অর্জনকালীন আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৯ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা। বর্তমান তার মূল্য ১৪ কোটি ৮৩ লাখ ৫৪ হাজার ৭৬৫ টাকা ধরা হয়েছে।

তিনি কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেননি। চলতি অর্থবছরে আয়কর রিটার্নে আয় দেখিয়েছেন ৯৪ লাখ ৮০ হাজার ৫৮৭ টাকা এবং সম্পদের মূল্য দেখানো হয়েছে ১১ কোটি ৯৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৩৩ টাকা। তিনি আয়কর দিয়েছেন ২৭ লাখ ৬৩ হাজার ১৩৯ টাকা।

আলমডাঙ্গায় বিএনপির মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে কর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি আখতার হোসেন জোয়ার্দার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র মনোনীত প্রার্থী ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো:শরীফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান বক্তা আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইয়িন টিলু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক সফিকুল ইসলাম পিটু। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিস।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন এর

সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন, জেলা আইনজীবী ফোরাম এর আহ্বায়ক অ্যাড. আ স ম আব্দুর রউফ, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব ও বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোবারক হোসেন, জেলা জাসাস এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ফিরোজ সরোয়ার রোমান, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম হোসেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক হাজী মকবুল হোসেন, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক মাহাবুল মাস্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার কাজী সাচ্চু, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষক দলের সাবেক আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন, আইলহাস ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিন বিশ্বাস, কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মহাবুব হোসেন, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদউর রহমান মাসুদ, বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান চান্দ আলী, আইলহাস ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল ওয়াহাব মাস্টার, হাড়দী ইউনিয়ন বিএনপির মইনদ্দিন মিয়া, কুমারী ইউনিয়ন বিল্লাল হোসেন, গাংনী ইউনিয়ন বিএনপির মামুনুর মামুন,কালিদাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আইনাল হোসেন, সাধারন সম্পাদক আলমগীর হোসেন লালন, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দর হোসেন, সাধারন সম্পাদক সালাম সিরাজী, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আমজাদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি ঝন্টু মালিতা, সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাধারন সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক রাজা, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বোরহান উদ্দিন, সাধারন সম্পাদক শাহীন আলম, আইলহাস ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক হারুন অর রশিদ, জেহেলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহেদুজ্জাহ মিল্টন, সাধারন সম্পাদক আলাউদ্দিন খান আলা, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বকুল হোসেন, সাধারন সম্পাদক শুকুর আলী, গাংনী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রেজাউর রহমান রেজু, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আইনাল, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান, সাধারন সম্পাদক আতাউল হুদা, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্তাত সভাপতি মনির হোসেন, সাধারন সম্পাদক শফিউল ইসলাম, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শাহ আলম, সাধারন সম্পাদক পলাশ আহমেদ,খাদিমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শেরেগুল ইসলাম বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক লালন ইসলাম, চিতলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাজিব ফেরদৌস হাসান পাপেন, সাধারণ সম্পাদক মহাসিন আলী বিশ্বাস, সভাপতি জেলা যুবদলের নেতা মাগরিবুর রহমান মাগরীব, আইলহাস ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি তোজ্জামেল হক মাস্টার, জামজামি ইউনিয়ন লিয়াকত আলী, কুমারী ইউনিয়ন বিল্লাল

হোসেন, হাড়দী ইউনিয়ন নাসির উদ্দিন, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন সন্টু মিয়া, বেলগাছি ইউনিয়ন আব্দুল মজিদ, সাবেক ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান চান্দ আলী, ডাউকী ইউনিয়ন আব্দুল হান্নান, গাংনী ইউনিয়ন মামুনুর রশীদ মামুন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন ময়নয়উদ্দিন, আব্দুর রহিত, খাসকররা নওশদ মাস্টার, চিতলা ইউনিয়ন আব্দুল হালিম,নাগদাহ ইউনিয়ন আব্দুর রশিদ হ্যাবা, যুবদল নেতা সুন্নত আলী, বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ।

আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সাধারন সম্পাদক হাফিজ উদ্দিন হাবলু, শফিকুল হক সালাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মীর উজ্জ্ল, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম পৌর যুবদলের আহবায়ক নাজিম উদ্দীন মোল্লা, যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল কাদের, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি খন্দকার আরিফ, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি কৌশিক কাউনাইন রুবেল, আলমডাঙ্গা উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোঃ এমদাদ হোসন, সদস্য সচিব রাজু, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রাসেল আহমেদ, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক হাসান রিংকু, সদস্য সচিব তন্ময় আহমেদ, আলমডাঙ্গা পৌর সেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকারিয়া হোসেন শান্ত প্রমুখ।